নামাজ ও পবিত্রতা

সম্পর্কে

কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ

নামাজ ও পবিত্রতা

সম্পর্কে
কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ

রচনায় ঃ
আল্লামা শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ্ বিন বায
মুফতী প্রধান,সাউদী আরব, সভাপতি,সর্বোচ্চ উলামা বোর্ড ও
ইসলামী গবেষণা ও ফাতওয়া সংস্থা
ও
শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন
উস্তাদ, ইমাম মোহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও
ইমাম, প্রধান জামে মসজিদ, উনাইযা, আল-ক্বাছীম

সম্পাদনা ও ভাষান্তরে ঃ
মোহাম্মাদ রকীবুদ্দীন আহ্‌মাদ হুসাইন

وجوب أداء الصلاة في الجماعة

জামা'আতে নামাজ আদায় করার অপরিহার্য্যতা

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায

মুসলমান পাঠকবৃন্দের প্রতি আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযের একটি বিশেষ আহ্বান। আল্লাহ পাক তাঁর সন্তুষ্টির কাজে তাদের তাওফীক দান করুন এবং আমাকে ও তাদেরকে সেই সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা তাঁকে ভয় করে তার নির্দেশ মেনে চলে। আমীন।

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারলাম যে, অনেক লোক জামা'আতে নামাজ আদায়ে অবহেলা করছেন এবং কোন কোন আলেমগণের সহজকরণ বক্তব্যকে এর পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করছেন। তাই, আমার কর্তব্য হলো, সবাইকে এই বিষয়ের গুরুত্ব ও এর ভয়ঙ্কর দিকগুলো স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া এবং এই কথাও বলে দেয়া যে, কোন মুসলমানের পক্ষে এমন বিষয়ের সাথে অবহেলার আচরন করা উচিত নয় যে বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান কিতাবে এবং রাসূলে কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার হাদীছে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর কিতাবে কারীমে বহুবার উল্লেখ করে বিষয়টির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন; এই নামাজ নিয়মিত পালন করা ও জামা'আতের সাথে উহা আদায় করার নির্দেশ প্রদান করে একথাও পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, এই নামাজের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করা মোনাফেকদের অন্যতম লক্ষণ। আল্লাহ পাক তার সুস্পষ্ট গ্রন্থে এরশাদ করেন ঃ

﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾

অর্থ "তোমরা নামাজের হেফাজত কর এবং বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের, আর তোমরা আল্লাহর জন্য একাগ্রচিত্তে দাড়াও।"
(সূরা বাক্বারা : ২৩৮]

□ সেই বান্দাহ কিভাবে নামাজের হেফাজত বা উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে জানবে যে তার অপর মুমেন ভাইদের সাথে নামাজ আদায় না করে উহার মর্যাদার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। আলজ্জাহ পাক বলেন ঃ

﴿ وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ﴾

অর্থ ঃ "এবং তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং নামাজীদের সাথে নামাজ পড়।" (সূরা বাক্বারা: ৪৩)

জামাতে নামাজ পড়া এবং অন্যান্য মুছাল্লিদের সাথে নামাজে শরীক হওয়া যে ওয়াজিব এই পবিত্র আয়াত তার অকাঠ্য প্রমাণ। শুধু নামাজ কায়েম করা যদি উদ্দেশ্য হত তা হলে আয়াতের শেষাংশে واركعوا مع الراكعين বলার স্পষ্ট কোন উপলক্ষ দেখা যায় না। যেহেতু আয়াতের প্রথম অংশেই আল্লাহ পাক নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্য একটি আয়াতে বলেন ঃ

﴿ وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من و رائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم و أسلحتهم ﴾

অর্থ ঃ "এবং তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সাথে নামাজ কায়েম করবে তখন তাদের একদল তোমার সাথে যেন দাড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজদা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা নামাজে শরীক হয় নাই তারা তোমার সাথে এসে যেন নামাজে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে।" (সূরা নিসা –১০২)

এখানে আল্লাহ পাক যখন যুদ্ধাবস্থায় জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন, তখন শান্ত অবস্থায় কি তা ওয়াজিব হবে না ?

☐ কাউকে যদি জামাতে নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকার অনুমতি দেওয়া হত তা হলে শত্রুর সম্মুখে কাতারবন্দী অবস্থায় এবং হামলার মুখোমুখী মুসলিম সৈন্যগণ জামাতে নামাজ পড়া থেকে রেহাই পাওয়ার অধিকতর যোগ্য হতেন। তাদেরকে যখন এর অনুমতি দেওয়া হয়নি তখন জানা গেল যে জামাতে নামাজ আদায় করা অন্যতম ওয়াজিবগুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং এথেকে বিরত থাকা কারো পক্ষে জায়েয নয়।

☐ ছহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ)কর্তৃক নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ

"لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً أن يصلي بالناس ، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فاحرق عليهم بيوتهم

অর্থ ঃ আমি মনস্থ করছিলাম যে, আমি নামাজের জন্য নির্দেশ দেই যাতে নামাজ কায়েম হয়; এরপর একজন লোককে নির্দেশ দেই সে যেন লোকজন নিয়ে জামাতে নামাজ পড়ে, আর আমি এমন কিছু লোক নিয়ে যাদের সাথে কাঠের আঁটি থাকবে, ঐসব লোকের দিকে যাই যারা নামাজে হাজির হয়না এবং সেখানে গিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই"। (বুখারী ও মুসলিম)

☐ ছহীহ মুসলিম শরীফে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ "আমাদের নিশ্চিত অভিমত যে, মুনাফেক, যার নেফাক পরিজ্ঞাত, এবং রোগী ব্যতীত জামাতে নামাজ পড়া থেকে কেউ বিরত থাকতে পারেনা। এমনকি, রোগী হলেও সে যেন দুজন লোকের সাহায্যে চলে এসে নামাজে হাজির হয়।"

তিনি আরো বলেন ঃ " রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে হেদায়াতের সুন্নাত সমূহ (নিয়ম—পদ্ধতি) শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম সুন্নাত হলো মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করা যেখানে সেজন্য আজান দেওয়া হয়।"

☐ এইভাবে মুসলিম শরীফে আরেকটি হাদীছে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)বলেন: ' যে ব্যক্তি মুসলিম হয়ে আনন্দের সাথে

(العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر)

"আমাদের মধ্যে এবং কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী বৈশিষ্ট হলো নামাজ, যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথেকুফ্রীকরে।" নামাজের মর্যাদা বর্ণনা, উহা নিয়মিত আদায়, আল্লাহপাক কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে উহার প্রতিষ্ঠা করা এবং উহা ত্যাগকারীর প্রতি ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কে কোরানের আয়াত ও হাদীছের সংখ্যা অনেক, আশা করি তা সকলের জানা রয়েছে।

☐ সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উপর কর্তব্য, সে যেন এই নামাজসমূহ উহার সঠিক সময়ে নিয়মিত ভাবে আদায় করে, আল্লাহর প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদন করে এবং অপর মু–মেন ভাইদের সাথে আল্লাহর ঘর মসজিদ সমূহে জামাতের সাথে সম্পাদন করে; আর তা হবে আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্যের ভিত্তিতে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও তাঁর শাস্তি থেকে পরিত্রান লাভের আশায়।

☐ যখন সত্য প্রকাশ পায় এবং উহার প্রমাণাদি স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন কারো পক্ষে কোন লোকের কথা বা অভিমতের ভিত্তিতে তা থেকে দূরে থাকা জায়েয নয়। কেননা, আল্লাহপাক বলেন ঃ

﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرّسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا ﴾

অর্থ ঃ (হে মুমেনগণ) কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে; যদি তোমরা আল্লাহতা'আলা ও আখেরাতের দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাক। এটাই উত্তম ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর।"(সূরা নিসা :৫৯) আল্লাহ তা'য়লা আরো বলেন ঃ

﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾

অর্থ ঃ " সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তাঁরা সতর্ক হয়ে যাক যে, তাদের উপর বিপর্যয় আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি।" (সূরা নূর :৬৩)

☐ জামাতে নামাজ পড়ার মধ্যে যে অনেক উপকার ও বিপুল স্বার্থ নিহিত রয়েছে তা কারো কাছে অবিদিত নয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয়টি হলো —পারস্পরিক পরিচয় লাভ, নেক ও পরহেজগারীর কাজে সহযোগীতা এবং পরস্পরকে সত্য অবলম্বনের ও উহার উপর ধৈর্য্য ধারনের ওছিয়ত প্রদান করা।

জামাতে নামাজ পড়ার অন্যান্য উপকারের মধ্যে রয়েছে জামাতে অনুপস্থিত লোকদের জামাতের প্রতি উৎসাহিত করা, অজ্ঞদের শিক্ষা প্রদান করা, আহ্লে নেফাকদের বিরাগভাজন করা ও তাদের পথ থেকে দূরবর্তী হওয়া, আল্লাহর নিদর্শনগুলো তাঁর বান্দাহদের মধ্যে প্রকাশ করা এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর পানে লোকদের আহ্বান করা ইত্যাদি।

আল্লাহপাক আমাকে ও সকল মুসলমানদের তাঁর সন্তোষজনক এবং দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক কাজের তাওফীক দান করুন; আমাদের সবাইকে আমাদের নফ্‌সের দুষ্টামী, আমাদের কাজ সমূহের অমঙ্গল এবং কাফের ও মুনাফেকদের সাদৃশ্যপনা থেকে মুক্ত রাখুন। তিনিই তো মহান দাতা ও পরম করুণাময়।

আস্‌সালামু আলআইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আল্লাহ পাক আমাদের নবী মোহাম্মাদ, তাঁর পরিবার—পরিজন ও ছাহাবাগণের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। (আমীন)

নামাজের শর্তাবলী

নামাজের শর্তাবলী মোট নয়টি; যথাঃ

(১) ইসলাম (২) বুদ্ধিমত্তা (৩) ভাল–মন্দ পার্থক্যের জ্ঞান হওয়া (৪) নাপাকি দুর করা (৫) ওজু করা (৬) সতরে আওরাত অর্থাৎ লজ্জাস্থানসহ শরীরের নির্ধারিত অঙ্গগুলো আবৃত রাখা (৭) নামাজের সময় উপস্থিত হওয়া (৮) কেবলামুখী হওয়া এবং (৯) নিয়ত করা।

ওজুর ফরজসমূহ

এগুলো মোট ছয়টি ; যথা ঃ

১। মুখ মণ্ডল ধৌত করা ; পানি দিয়ে নাক ঝাড়া ও কুল্লি করা এর অন্তর্ভুক্ত, ২। কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা , ৩। সম্পূর্ণ মাথা মসেহ করা; উভয় কান উহার অন্তর্ভুক্ত, ৪। গোড়ালী পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করা, ৫। ওজুর কার্যাবলী পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা ও ৬। এগুলো পরপর সম্পাদন করা।

উল্লেখ থাকে যে, মুখমণ্ডল, উভয় হাত ও পা তিনবার করে ধৌত করা মুস্তাহাব। এইভাবে কুল্লি করা ও নাকে পানি দিয়ে ঝাড়া তিনবার মুস্তাহাব। ফরজ মাত্র একবারই। তবে, মাথা মসেহ একাধিকবার করা মুস্তাহাব নয়। এই ব্যাপারে কতিপয় ছহীহ হাদীছ বর্ণিত আছে।

নামাজের রুকন (ফরজ)সমূহ

নামাজের রুকন চৌদ্দটি ; যথা ঃ

(১) সমর্থ হলে নামাজে দণ্ডায়মান হওয়া, (২) এহরামের তাকবীর বলা, (৩) সূরা ফাতেহা পড়া, (৪) রুকুতে যাওয়া, (৫) রুকু হতে উঠে সোজা দণ্ডায়মান হওয়া, (৬) সপ্তাঙ্গের উপর ভর করে সিজদা করা, (৭) সিজদা থেকে উঠা, (৮) উভয় সিজদার মধ্যে বসা, (৯) নামাজের সকল কর্ম সম্পাদনে স্থিরতা অবলম্বন করা (১০) সকল রুকন ধারাবাহিকভাবে তরতীবের সাথে সম্পাদন করা, (১১) শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া, (১২) তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য শেষ বারে বসা, (১৩) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উপর দরূদ পড়া এবং (১৪) ডানে–বামে দুই সালাম প্রদান করা।

নামাজের ওয়াজিব সমূহ

এগুলোর সংখ্যা হলো আট; যথাঃ

(১) এহ্রামের তাকবীর ব্যতীত অন্যান্য তাকবীরগুলো বলা, (২) ইমাম এবং একা নামাজীর পক্ষে " সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলা (৩) সকলের পক্ষে "রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ" বলা (৪) রুকুতে" সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম" বলা (৫) সিজদায়" সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" বলা (৬) উভয় সিজদার মধ্যে "রাব্বিগফিরলী" বলা (৭) প্রথম তাশাহ্হুদ পড়া (৮) দ্বিতীয় রাকা'আতে প্রথম তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য বসা।

বিঃ দ্রঃ–এখানে ওজুর শর্তাবলী সহ নামাজের শর্ত, রুকন ও ওয়াজিবগুলো মাননীয় মুফতী প্রধান শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায কর্তৃক লিখিত কিতাব " গুরুত্বপূর্ণ দরস সমূহ " থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। – সম্পাদক

الوضوء و الغسل و الصلاة

ওজু, গোসল ও নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতি

—শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলউছাইমীন

সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল 'আ—লামীনের জন্য এবং দরূদ ও সালামবর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী, মুত্তাকীনদের ইমাম ও সৃষ্টির সেরা আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদের উপর, তাঁর পরিবার—পরিজন ও সকল ছাহাবীগণের উপর।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মুখাপেক্ষী বান্দাহ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল—উছাইমীন বলছি ঃ

আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলের আলোকে ওজু, গোসল ও নামাজ সম্পর্কে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি লিখা হলো।

ওজু كيفية الوضوء

ওজু : ইহা একটি অপরিহার্য পবিত্রতা যা ছোট ছোট না—পাকী যেমন পেশাব, পায়খানা, বায়ু নির্গমণ, গভীর নিদ্রা ও উটের মাংশ ভক্ষণ ইত্যাদি থেকে অর্জন করতে হয়।

ওজু সম্পাদনের পদ্ধতি

১ প্রথমে মনে মনে ওজুর নিয়ত করবে। এই নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওজু, নামাজ বা অন্য কোন এবাদতের শুরুতে নিয়ত উচ্চারণ করেননি। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহপাক তো অন্তরের সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, সুতরাং অন্তরস্থ কোন বিষয় সম্পর্কে উচ্চারণ করে তাঁকে খবর দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

২ এরপর আল্লাহ নাম নিতে গিয়ে বলবে : "বিস্‌মিল্লাহ"।
৩ তারপর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে।
৪ অতঃপর কুল্লী করবে এবং পানি দিয়ে তিনবার নাক ঝাড়বে।
৫ এরপর আপন চেহারা তিনবার ধৌত করবে, প্রস্থে এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত এবং দৈর্ঘে মাথার চুলের গোড়া থেকে দাড়ির নীচ পর্যন্ত
৬ এরপর উভয় হাত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ থেকে কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে;প্রথমে ডানহাত পরে বামহাত ধৌত করবে।
৭ এরপর ভিজা হাতদ্বয় দিয়ে একবার মাথা মুসেহ করবে; হাতদ্বয় প্রথমে মাথার সম্মুখভাগ থেকে পশ্চাৎভাগে নিয়ে যাবে এবং পুনরায় মাথার অগ্রভাগে নিয়ে আসবে।
৮ তারপর উভয় কান একবার করে মুসেহ করবে; উভয় তর্জনী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ উভয় কানের ভিতরে ঢুকাবে এবং উভয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বহির্ভাগ মুসেহ করবে।
৯ এরপর উভয় পা অঙ্গুল সমূহের অগ্রভাগ থেকে উভয় গোড়ালী পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে ; প্রথমে ডান পা পরে বাম পা ধৌত করবে।

গোসল كيفية الغسل

গোসল : একটি অপরিহার্য্য পবিত্রতা যা জানাবাত ও হায়েজ (ঋতু) জাতীয় বড় না—পাকী থেকে অর্জন করতে হয়।

গোসল করার পদ্ধতি

১ প্রথমতঃ অন্তরে গোসলের নিয়ত করবে; মুখে উহা উচ্চারণ করার কোন প্রয়োজন নেই।
২ এরপর আল্লাহপাকের নাম নিতে গিয়ে বলবে : "বিস্‌মিল্লাহ "
৩ তারপর পূর্ণ ভাবে ওজু করবে।
৪ এরপর মাথার উপর পানি ঢালবে; পানি যখন ছড়িয়ে পড়বে তখন গায়ের উপর তিনবার ব্যাপকভাবে পানি ঢেলে দিবে।
৫ অতঃপর সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করবে।

তায়াম্মুম التيمم

তায়াম্মুম : একটি অপরিহার্য পবিত্রতা, যা পানি না পাওয়া অথবা পানি ব্যবহারে অক্ষম অবস্থায় মাটির দ্বারা ওজু বা গোসলের পরিবর্তে অর্জন করা হয়।

كيفية التيمم

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি : প্রথমে ওজু বা গোসল যে বিষয়ের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে তার নিয়ত করবে। অতঃপর মাটিতে অথবা মাটি সংশ্লিষ্ট দেয়াল বা অন্য কিছুর উপর হাত মারবে এবং চেহারা ও উভয় পাঞ্জা মুসেহ করবে ।

كيفية الصلاة

নামাজ

নামাজ : ইহা বহুবিধ কথা ও কাজ সম্বলিত এমন একটি এবাদত যার শুরু হয় 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবর) বলে এবং শেষ হয় 'সালাম' (আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ)বলে।

যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি নামাজ আদায়ের ইচ্ছা পোষণ করে তখন তার উপর ওয়াজিব হয় সে যেন এর পূর্বে ওজু করে যদি সে ছোট নাপাকী অবস্থায় থাকে অথবা সে যেন গোসল করে যদি সে বড় নাপাকী অবস্থায় থাকে; অথবা সে যেন তায়াম্মুম করে যদি সে পানি না পায় অথবা পানি ব্যবহারে সে অক্ষম হয়। এর পর সে যেন তার সমস্ত শরীর, কাপড় ও নামাজের স্থান নাজাসাত (নাপাক বস্তু) থেকে পবিত্র রাখে।

নামাজ আদায়ের পদ্ধতি

১ – প্রথমে সম্পূর্ণ শরীর সহ কেবলা মুখী হবে; অন্য কোন দিকে ফিরবে না বা লক্ষ্যও করবেনা।

২ – এরপর যে নামাজ আদায়ের ইচছা পোষণ করে অন্তরে উহার নিয়ত করবে; এই নিয়ত মুখে উচ্চারণ করবেনা।
৩ এরপর এহ্রামের তাকবীর দিতে গিয়ে বলবে "আল্লাহু আকবর" এবং তাকবীরের সময় উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে।
৪ তারপর ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের পাঞ্জার বহির্ভাগে ধরে বুকের উপর রাখবে।
৫ এরপর ইস্তেফ্তাহের (প্রারম্ভিক) দু'আ পড়বে এবং বলবে ঃ

(اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب . اللهم نقّني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس . اللهم اغسلني من خطاياي بالماء و الثلج و البرد .)

উচ্চারণঃ "আল্লাহুম্মা বা–ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতায়ায়া' কামা বা'আদতা বাইনাল মাশরিক্বী ওয়াল মাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্কীনী মিন খাতায়ায়া কামা ইউনাক্কাহু ছাওবুল আবইয়াদু মিনাদদানাসী, আল্লাহুম্মাগছিলনী মিনাল খাতায়ায়া' বিল মা–ঈছু ছালজী ওয়াল বারাদি।"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্, পূর্ব ও পশ্চিম যেমন পরস্পর থেকে দূরে আমাকে তেমনি আমার পাপ থেকে দূরে রাখ। হে আল্লাহ , তুমি আমাকে পাপ মুক্ত করে এমন ভাবে পরিস্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে উহা ময়লা থেকে পরিস্কার হয়। হে আল্লাহ্, তুমি আমার পাপ সমূহ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।'। অথবা বলবে ঃ

« سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك وتعالى جدك و لا إله غيرك . »

উচ্চারণ ঃ "সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়াতাবারাকা স্মুকা ওয়াতা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।"
অর্থঃ "সমস্ত মর্যাদা ও গৌরব তোমারই হে আল্লাহ্,সমস্ত প্রশংসা

কেবল তোমারই জন্য, তোমার নামেই সমস্ত বরকত ও কল্যাণ এবং তোমার মর্যাদা অতি উচ্চে। আর তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই।

-৬ - এরপর বলবে : أعوذبالله من الشيطان الرجيم

"আউজু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' অর্থাৎ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
৭—অতঃপর বিস্‌মিল্লাহ বলে সুরা ফাতেহা পড়বে এবং বলবে ঃ

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم • الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . إياك نعبد و إياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين . ﴾

অর্থ"১। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের প্রভু—প্রতিপালক ২। যিনি অতি মেহেরবান ও পরম দয়ালু ৩। যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক ৪। হে আল্লাহ, আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি ৫। আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও ৬। ঐ সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ ৭। ওদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।

তারপর বলবে: آمين 'আ—মীন অর্থাৎ হে আল্লাহ কবুল কর'।

৮ এরপর পবিত্র কোরান শরীফ থেকে যে পরিমাণ সহজসাধ্য হয় পড়বে, তবে ফজরের নামাজে দীর্ঘ ক্বিরাত পড়ার চেষ্টা করবে।

৯ তারপর রুকুতে যাবে অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি তা'জীম প্রদর্শনার্থে মাথাসহ আপন পিঠ নত করবে। রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলবে এবং উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে। সুন্নাত হলো: নামাজী রুকুতে তার পিঠ নত করবে, মাথা উহার বরাবর রাখবে এবং উভয় হাতের অঙ্গুলিগুলো খুলাবস্থায় উভয় হাঁটুতে রাখবে।

১০ রুকুতে তিনবার سبحان ربي العظيم "সুব্হানা রাব্বিয়াল আ'জীম" বলবে। আর যদি এর অতিরিক্ত " সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলি" বলে তা হলে উত্তম হয়।

১১ তারপর রুকু হতে এই বলে মাথা উঠাবে : سمع الله لمن حمده "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" এবং উভয় হাত উভয় কাঁধ বরাবর উঠাবে। মুকতাদী হলে উহার পরিবর্তে বলবে :
ربنا و لك الحمد 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ' অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি আমাদের রব এবং তোমারই জন্য সর্ববিধ প্রশংসা।

১২ —এরপর রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর বলবে :

"ربنا و لك الحمد .ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد"

উচ্চারণ: 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ মিলআস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরজ ওয়া মিলআ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু'

অর্থ : 'হে আল্লাহ ! তোমার জন্য ঐ পরিমান প্রশংসা যা আকাশ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং এইগুলি ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পূর্ণ করে দেয়।

১৩ এরপর বিণীত হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রথম সিজদা করবে এবং সিজদায় যেতে বলবে : 'আল্লাহু আকবর'( ) অর্থাৎ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট। সাতটি অঙ্গের উপর সিজদাহ করবে; অঙ্গগুলো হলো : নাক সহ কপাল, উভয় হাতুলী, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের অগ্রভাগ। উভয় মাসুল শরীরের উভয় কিনারা থেকে ব্যবধানে রাখবে,জমীনের উপর উভয় বাহু কনুই পর্যন্ত বিছাবে না এবং অঙ্গুলী সমূহের অগ্রভাগ কিব্‌লার দিকে রাখবে।

১৪ সিজদায় গিয়ে তিনবার বলবে: سبحان ربي الأعلى 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" অর্থাৎ আমার সর্বোচ্চ প্রভুর প্রশংসা করছি।

আর যদি এর অতিরিক্ত নিম্নের তাস্‌বীহও পাঠ করে তা হলে উত্তম হয় :

« سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لي »

"সুব্‌হানাকাআল্লাহুম্মারাব্বানাওয়া বিহামদিকা,আল্লাহুম্মাগফিরলী"
অর্থাৎ "হে আল্লাহ আমাদের প্রভু তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে,হে আল্লাহ. আমাকে ক্ষমা কর।"

১৫ এরপর"আল্লাহু আকবর" বলে সিজ্‌দাহ থেকে মাথা উঠাবে।
১৬ তারপর উভয় সিজ্‌দাহর মধ্যবর্তী সময়ে বাম পায়ের উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। ডান হাত ডান জানুর শেষ প্রান্তে অর্থাৎ হাটু সংলগ্ন অংশের উপর রাখবে এবং খিনছির ও বিনছির অঙ্গুলদ্বয় মিলিয়ে রাখবে, তর্জণী উঠিয়ে রাখবে ও দু'আর সময় নাড়াবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ মধ্যমাঙ্গুলীর অগ্র ভাগের সাথে গোলাকারে মিলায়ে রাখবে। এইভাবে বাম হাতের অঙ্গুলীগুলো খোলাবস্থায় হাটু সংলগ্ন বাম জানুর উপর রাখবে।
১৭—উভয় সিজ্‌দার মধ্যবর্তী বৈঠকে বলবে :

« رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني »

উচ্চারণ: রাব্বিগ্‌ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুক্‌নী ওয়াজবুরনী ওয়া'আফিনী
অর্থ "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে রহম কর,আমাকে হেদায়াত দান কর,আমাকে রিযেক দান কর, আমার ক্ষয়—ক্ষতি পূরণ কর এবং আমাকে সুস্থতা দান কর।"
১৮ এরপর আল্লাহর প্রতি বিণীত হয়ে কথা ও কাজে প্রথম সিজদাহর মত দ্বিতীয় সিজদাহ করবে এবং সিজ্‌দায় যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলবে।
১৯ এরপর দ্বিতীয় সিজ্‌দাহ থেকে আল্লাহু আকবর" বলে মাথা উঠাবে এবং কথা ও কাজে প্রথম রাকা'আতের মত দ্বিতীয় রাকা'আত পড়বে, তবে প্রথম রাকা'আতের মত প্রারম্ভিক দু'আ পড়তে হবেনা।

২০ তারপর দ্বিতীয় রাকা'আত শেষে 'আল্লাহু আকবর' বলে বসবে এবং উভয় সিজ্‌দাহর মধ্যবর্তী বৈঠকের মতই বসবে।
২১ এই বৈঠকে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়বে; আর তাশাহহুদ হলো ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ ছালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যিবাতু আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিইয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা–ইবা–দিল্লাহিছ্ ছালিহীন। আশ্‌হাদু আন লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ ঃ "যাবতীয় ইবাদত ও অর্চনা, মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্তই আল্লাহর জন্য, হে নবী আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও তার রাসুল।

এরপর বলবে :

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

উচ্চারণঃ " আউযুবিল্লাহি মিন আযাবি জাহান্নামা, ওয়া মিন আজাবিল ক্বাব্‌রি, ওয়া মিন ফিত্‌নাতিল্ মাহ্‌ইয়া ওয়াল মামাতি ওয়া মিন ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ দাজ্জালি ।

অর্থঃ "আমি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি জাহান্নামের আজাব থেকে, কবরের শাস্তি থেকে, জীবন ও মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফেত্‌না থেকে।"

এরপর আপন প্রভু—প্রতিপালকের কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল চেয়ে পছন্দমত যে কোন দু'আ করতে পারে।

২২—পরিশেষে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে "আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলবে। এইভাবে বাম দিকেও মুখ ফিরিয়ে সালাম বলবে।

২৩ নামাজ যদি তিন রাকা'আতী অথবা চার রাকা'আতী হয় তা হলে প্রথম তাশাহহুদ অর্থাৎ আশ্হাদু আন লা—ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু" পড়ে থেমে যাবে।

২৪—এরপর 'আল্লাহু আকবর' বলে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে এবং উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে।

২৫—এরপর অবশিষ্ট নামাজ দ্বিতীয় রাকা'আতের বর্ণনানুযায়ী আদায় করবে; তবে নামাজের এই অংশে দাড়িয়ে শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে।

২৬ এরপর তাওয়াররুক করে বসবে অর্থাৎ ডান পা খাড়া করে রাখবে এবং বাম পা ডান পায়ের নিম্ন দিয়ে বের করে রাখবে। পাছা যমীনের উপর স্থির রাখবে এবং উভয় হাত উভয় জানুর উপর সেইভাবে রাখবে যেভাবে প্রথম তাশাহহুদের সময় রেখেছিল।

২৭ এই বৈঠকে পূর্ণ তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ করবে।

২৮ অবশেষে "আস্সালাম আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ" বলে প্রথমে ডানদিকে এবং পরে বামদিকে সালাম করবে।

যে সব বিষয় নামাজে মাকরুহ

১ নামাজের মধ্যে মাথা বা চক্ষু দিয়ে এদিক—ওদিক ভ্রুক্ষেপ করা। আকাশের দিকে চক্ষু উত্থোলন করা হারাম।

২ নামাজের মধ্যে বিনা প্রয়োজনে নড়া—চড়া করা।

৩ নামাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখে অথবা মনোযোগ আকর্ষন করে এমন কোন বিষয় সঙ্গে রাখা; যেমন, ভারী কোন বিষয় বা রঙ্গিন

কোন কিছু যা দৃষ্টি আকর্ষন করে।

৪ – নামাজের মধ্যে তাখাছ্ছুর অর্থাৎ কোমরে হাত রাখা।

اشياء مبطلة للصلاة

যে সব বিষয় নামাজ বাতেল করে

১ – ইচ্ছাকৃত কথাবার্তা বলা, তা কম হলেও।
২ – সম্পূর্ণ শরীর ক্বিবলার দিক হতে ফিরে যাওয়া।
৩ – পিছনদিক থেকে বাতাস বের হওয়া অথবা ওজু বা গোসল ওয়াজিব করে এমন কোন বিষয় ঘটে যাওয়া।
৪ – বিনা প্রয়োজনে পরপর অধিক মাত্রায় নড়াচড়া করা।
৫ – হাসি, তা কম হলেও নামাজ বাতেল করে।
৬ – ইচ্ছা করে অতিরিক্ত রুকু,সিজদা,ক্বিয়াম বাউপবেশন করা।
৭ – ইচ্ছা করে ইমামের আগে আগে যাওয়া।
৮ – ওজু ভেঙ্গে যাওয়া।

أحكام سجود السهو في الصلاة

নামাজে ভুলের সিজ্‌দাহ আদায় সম্পর্কে কয়েকটি হুকুম

১ —যদি কেহ নামাজে ভুল করে আতারক্ত কোন রুকু, সিজ্‌দাহ, ক্বিয়াম বা উপবেশন করে ফেলে তাহলে সে প্রথমসালাম ফিরায়ে ভুলের জন্য দুটি সিজ্‌দাহ দিবে এবং আবার সালাম করবে।

উদাহরণ : কোন লোক জোহরের নামাজ পড়তে গিয়ে পঞ্চম রাকা'আতের জন্য দাড়িয়ে গেল, অতঃপর তার ভুল স্মরণ হল অথবা কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, তখন সে বিনা তাকবীরে ফিরে গিয়ে বসে পড়বে এবং তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ে প্রথম সালাম করবে; তারপর দুই সিজ্‌দাহ দিয়ে উভয় দিকে সালাম ফিরাবে। এইভাবে যদি সে এই অতিরিক্ত কাজ সম্পর্কে নামাজ শেষ হওয়ার পূর্বে অবগত না হয় তা হলে শেষ পর্যায়ে সে ভুলের দুই সিজ্‌দাহ দিবে এবং সালাম ফিরাবে।

২ কেউ যদি ভুলে নামাজ শেষ করার পূর্বে সালাম করে ফেলে এবং কিছু সময়ের মধ্যে তা স্মরণ হয়ে যায় অথবা কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তখন সে প্রথম নামাজের উপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট নামাজ পূর্ণ করবে, তারপর সালাম করবে; অতঃপর দুই সিজ্‌দাহ দিয়ে আবার সালাম করবে।

উদাহরণ : কোন লোক জোহরের নামাজ পড়তে গিয়ে ভুল করে তৃতীয় রাকা'আতে সালাম করে ফেললো, অতঃপর স্মরণ হলো অথবা কেউ তাকে স্মরন করিয়ে দিল; তখন সে উঠে চতুর্থ রাকা'আত পড়ে সালাম করবে, তারপর ভুলের জন্য দুই সিজদাহ দিয়ে পুনরায় সালাম করবে। আর যদি নামাজের অনেক পরে এই ভুল স্মরণ হয় তাহলে নামাজ প্রথম থেকে পুনরায় পড়তে হবে।

৩ যদি কোন লোক প্রথম তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ) অথবা নামাজের অন্য কোন ওয়াজিব ভুলে ছেড়ে দেয়, তাহলে সে সালামের পূর্বে শুধু ভুলের দুই সিজ্‌দাহ আদায় করলে চলবে; অন্য কিছু করতে হবে না। আর যদি স্থান ত্যাগের পূর্বে স্মরণ হয়ে যায় তাহলে তখনই তা পড়ে নিবে;অন্য কিছু করতে হবেনা। তবে স্থান ত্যাগের পর এবং পরবর্তী স্থানে পৌছার পূর্বে যদি স্মরণ হয়ে যায় তাহলে সেই স্থানে ফিরে উহা আদায় করে নিবে।

উদাহরণ ঃ যদি নামাজী প্রথম তাশাহহুদ ভুলে না পড়ে তৃতীয় রাকা'আতের জন্য পূর্ণ ভাবে দাড়িয়ে যায় তাহলে সে আর প্রত্যাবর্তন না করে শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বে ভুলের জন্য দুই সিজ্‌দাহ আদায় করবে। আর যদি তাশাহহুদের জন্য বসে তাশাহহুদ পড়া ভুলে যায়, এরপর দাড়ানোর পূর্বে তার স্মরণ হয়ে যায় তা হলে তখনই সে তাশাহহুদ পড়ে নামাজ পূর্ণ করে নিবে, তার অন্য কিছু করতে হবে না। এই ভাবে যদি সে তাশাহহুদের জন্য না বসে দাড়িয়ে যায় এবং পূর্ণ ভাবে দাড়ানোর পূর্বে উহা স্মরণ হয়ে যায় তা হলে সে ফিরে বসে তাশাহহুদ পড়ে নামাজ পূর্ণ করে নিবে। তবে আলেমগণের মতে এমতাবস্থায় সে ভুলের দুই সিজ্‌দাহ আদায় করবে। কেননা, সে তাশাহহুদ না পড়ে উঠতে গিয়ে নামাজে অতিরিক্ত কাজ করে ফেলেছে।

৪ কারো যদি নামাজে সন্দেহ হয় যে সে দু রাকাআ'ত পড়লো না তিন রাকাআ'ত এবং কোন একটির প্রতি তার বেশী ঝোক না হয়,এমতাবস্থায় সে এক্বীন অর্থাৎ কম সংখ্যার উপর ভিত্তি করবে; অত'পর সালামের পূর্বে ভুলের জন্য দুই সিজ্‌দাহ দিবে এবং সালাম করবে।

উদাহরণ ঃ একজন লোক জোহরের নামাজ পড়তে গিয়ে দ্বিতীয় রাকাআ'তে সন্দেহে পতিত হয়, এটা দ্বিতীয় রাকাআ'ত না তৃতীয় রাকা'আত এবং কোন একদিকে তার মন অগ্রাধিকার দিচ্ছে না, এমতাবস্থায় সে দু রাকা'আত হিসাবে ধরে নামাজ পূর্ণ করবে, অতঃপর সে সালামের পূর্বে ভুলের দুই সিজ্‌দাহ দিয়ে সালাম করবে।

৫ কেউ যদি নামাজে সন্দেহ করে যে সে দু রাকা'আত পড়লো না তিন রাকা'আত এবং কোন একদিকে তার অধিকতর ঝোক থাকে তখন সে ঐদিকের উপর ভিত্তি করে, তা কম হোক অথবা বেশী হোক, নামাজ পূর্ণ করবে; অতঃপর সে সালামের পর দুটু ভুলের সিজদাহ আদায় করে আবার সালাম করবে।

উদাহরণ ঃ একজন লোক জোহরের নামাজ পড়ছিল। দ্বিতীয় রাকা'আতে তার সন্দেহ হলো: নামাজ দু রাকা'আত পড়লো,না তিন রাকা'আত;তবে তার মন অগ্রাধিকার দিচ্ছে তিন রাকা'তের।

এমতাবস্থায় সে তিন রাকা'আত ধরেই নামাজ পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে;অতঃপর ভুলের দুই সিজ্‌দাহ দিয়ে পুনরায় সালাম করবে।

নামাজ শেষ করার পর যদি কারো সন্দেহ হয় তা হলে এর প্রতি সে যেন ভ্রুক্ষেপ না করে। হাঁ, যদি স্থির বিশ্বাস হয় তা হলে সে সেমতেই কাজ করবে।

যদি কেউ বেশী বেশী সন্দেহ পোষণকারী হয় তা হলে সে তার সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। কারণ,এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা।

আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রিয়নবী, তার পরিবার—পরিজন ও ছাহবীগণের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

كيف يتطهر المريض

রোগী কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে

১ রোগীর উপর ওয়াজিব হলো পানির দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। সুতরাং সে ছোট না—পাকী থেকে ওজু করবে এবং বড় না—পাকী থেকে গোসল করবে।

২ আর যদি পানির দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে সে সমর্থ না হয়, তা অপারগতা, রোগবৃদ্ধির ভয় অথবা আরোগ্য লাভে দেরী হওয়ার আশঙ্কায় হোক, সে তখন তায়াম্মুম করতে পারে।

৩ তায়াম্মুমের পদ্ধতি হলো ঃ সে তার উভয় হাত মাটির উপর মেরে উহার দ্বারা প্রথমে সম্পূর্ণ চেহারা মসেহ করবে, তারপর উভয় পাঞ্জা একটি দিয়ে অপরটি মসেহ করবে।

৪ যদি রোগী নিজে নিজে পবিত্রতা অর্জন করতে না পারে তাহলে অপর কোন ব্যক্তি তাকে ওজু বা তায়াম্মুম করাবে।

৫ যদি রোগীর পবিত্রতা অর্জনের(ওজুর) কোন অঙ্গে জখম থেকে থাকে তাহলে সে উহা ধৌত করে নিবে। আর যদি ধুইলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে ভাল করে মসেহ করে নিবে অর্থাৎ পানির দ্বারা হাত সিক্ত করে জখমের উপর বুলিয়ে নিবে। আর মসেহ দ্বারাও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা হলে সে তায়াম্মুম করে নিবে।

৬ —পবিত্রতা অর্জনের কোন অঙ্গে যদি ভাঙ্গণ থাকে এবং নেকড়ে অথবা জিব্‌স জাতীয় কিছুর দ্বারা পট্টি দেওয়া থাকে তা হলে সেই অঙ্গ না ধুয়ে উহার উপর দিয়ে মসেহ করে নিবে। তায়াম্মুম করার কোন প্রয়োজন নেই; কেননা, মসেহ ধুয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে।

৭ —দেয়াল অথবা অন্য কোন ধুলাযুক্ত পবিত্র বস্তুর উপর হাত মেরে তায়াম্মুম করা জায়েয আছে। যদি দেয়াল মাটি জাতীয় নয় এমন কোন বস্তুদ্বারা প্রলেপ করা হয়, যেমন রং এর আস্তর, তাহলে উহার দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয হবে না। সুতরাং ধুলাযুক্ত বিষয় ছাড়া কোন কিছুর দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে না।

৮ মাটির উপর অথবা ধুলাযুক্ত দেয়াল বা অন্যকিছুর উপর তায়াম্মুম করা সম্ভব না হলে একটি পাত্র বা রুমালের মধ্যে মাটি রেখে তা থেকে রোগী তায়াম্মুম করে নিতে পারে।

৯ যদি কোন এক নামাজের জন্য রোগী তায়াম্মুম করে এবং অপর নামাজ পর্যন্ত তার পবিত্রতা বহাল থাকে তা হলে সে প্রথম তায়াম্মুম দিয়ে পরবর্তী নামাজ পড়ে নিতে পারে, দ্বিতীয় নামাজের জন্য তাকে আবার তায়াম্মুম করতে হবেনা। কেননা, সে পবিত্র অবস্থায় বহাল রয়েছে এবং উহা বাতেল হয়নি।

১০ রোগীর পক্ষে ওয়াজিব হলো, তার সম্পূর্ণ শরীর নাজাসাত (অপবিত্র বিষয়) থেকে পবিত্র করা। আর যদি তা সম্ভব না হয় তা হলে সেই অবস্থায়ই নামাজ পড়ে নিবে, পুনরায় তা পড়তে হবে না।

১১ রোগীর পক্ষে ওয়াজিব হলো, পবিত্র কাপড়ে নামাজ পড়া। যদি কাপড় নাপাক হয়ে যায় তা হলে উহা ধুয়ে নিবে অথবা উহার পরিবর্তে অন্য পবিত্র কাপড় বদলে নিবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তা হলে ঐ অবস্থায়ই নামাজ পড়লে তার নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে; পুনরায় নামাজ পড়তে হবে না।

১২ রোগীর পক্ষে ওয়াজিব হলো, পবিত্র স্থান বা বস্তর উপর নামাজ পড়া। যদি স্থান অপবিত্র হয় তা হলে উহা ধৌত করে নিবে অথবা পবিত্র কোন বস্তু দিয়ে বদলে নিবে অথবা এর উপর পবিত্র কোন কিছু বিছিয়ে নিবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তা হলে যে অবস্থায় থাকে সে অবস্থায়ই নামাজ পড়ে নিবে। নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং পুনরায় নামাজ পড়তে হবে না।

১৩—পবিত্রতা অর্জনে অপারগ হওয়ার কারনে রোগীর পক্ষে নির্দ্ধারিত সময়ের পর দেরী করে নামাজ পড়া জায়েয নয়; বরঞ্চ সাধ্যমত পবিত্রতা অর্জন করে সময়মত নামাজ পড়ে নিবে; যদিও তার শরীরে বা কাপড়ে অথবা নামাজের স্থানে এমন নাজাসাত থেকে যায় যা দূর করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

كيف يصلي المريض

রোগী কি ভাবে নামাজ পড়বে

১ রোগীর উপর ওয়াজিব হলো সে ফরজ নামাজ দাঁড়িয়ে পড়বে; তা নত হয়ে হোক আর প্রয়োজনে লাঠির উপর অথবা দেয়ালের উপর ভর দিয়ে হোক।

২ রোগী দাঁড়াতে সক্ষম না হলে বসে নামাজ পড়বে। তবে উত্তম হলো দাঁড়ানো ও রুকুর ক্ষেত্রে চার জানু হয়ে বসা।

৩ —যদি রোগীর পক্ষে বসে নামাজ পড়া সম্ভব না হয় তা হলে সে ক্বিবলামুখী হয়ে পার্শের উপর কাত অবস্থায় নামাজ আদায় করবে। ডান পার্শে কাত হওয়া ভাল। আর যদি ক্বিবলামুখী হওয়া সম্ভব না হয় তা হলে যে দিকে আছে সেদিকেই মুখ করে নামাজ পড়ে নিলে তার নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং পুনরায় সেই নামাজ পড়তে হবে না।

৪ রোগী যদি পার্শের উপর কাত হয়ে নামাজ পড়তে অপারগ হয় তা হলে ক্বিবলার দিকে পা রেখে চিত হয়ে নামাজ পড়ে নিবে। তবে উত্তম হবে মাথাটি একটু উপরে তোলে রাখা, যাতে করে সে ক্বিবলামুখী হতে পারে। যদি পা ক্বিবলার দিকে রাখতে না পারে তা হলে যেভাবেই থাকে সেভাবেই রেখে নামাজ পড়ে নিবে এবং পুনরায় সেই নামাজ তাকে পড়তে হবে না।

৫ রোগরি উপর ওয়াজিব হলো, নামাজে সঠিক ভাবে রুকু ও সিজদাহ সম্পাদন করা। তা যদি সম্ভব না হয় তা হলে ইশারায় রুকু ও সিজদাহ আদায় করবে। তবে রুকুর চেয়ে সিজদায় মস্তক অধিকতর নত করবে। যদি রোগী রুকু আদায় করতে সমর্থ হয়

এবং সিজদা করতে না পারে তা হলে সে সঠিক ভাবে রুকু আদায় করবে এবং ইশারার মাধ্যমে সিজদাহ আদায় করবে। আর যদি সে সিজদাহ করতে পারে এবং রুকু করতে পারেনা তা হলে সে সঠিক অবস্থায় সিজদাহ আদায় করবে এবং ইশারার মাধ্যমে রুকু সম্পাদন করবে।

৬ —রোগী যদি রুকু ও সিজদাহ মাথার ইশারায় আদায় করতে সমর্থ না হয় তা হলে তা চোখের ইশারায় আদায় করবে এবং রুকুর বেলায়
বেলায় সামান্য এবং সিজদাহর বেলায় একটু বেশী চোখ দাবাইবে।

হাতের দ্বারা ইশারা করা,যেমন কোন কোন রোগী করে থাকে, শরীয়তসম্মত নয়। এর কোন আসল না কোরান বা সুন্নাতে আছে, না বিশ্বস্ত আলেমবর্গের কোন বক্তব্যে রয়েছে।

যদি রোগীর পক্ষে মাথার দ্বারা বা চোখের দ্বারা ইশারা করা সম্ভব না হয় তা হলে অন্তর দিয়ে নামাজ পড়বে। প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর ক্বোরান শরীফ পড়বে, এরপর অন্তর দিয়ে রুকু,সিজাহ,ক্বিয়াম ও উপবেশনের নিয়ত করবে। কারন, প্রত্যেক লোকের নিয়তানুসারে তার কাজের মুল্যায়ন করা হয়।

৮ রোগীর উপর ওয়াজিব হলো: প্রত্যেক নামাজ উহার নির্দ্ধারিত সময়ে আদায় করা এবং সাধ্যমত ওয়াজিব সমূহ সঠিক ভাবে সম্পাদন করা। যদি প্রত্যেক নামাজ উহার নির্দ্ধারিত সময়ে পড়া তার পক্ষে কঠিন হয় তা হলে জোহর ও আছর এবং মাগরিব ও এশা একত্র করে পড়বে। সে পরবর্তী নামাজ অর্থাৎ আছরের সাথে জোহর এবং এশার সাথে মাগরিবের নামাজ দেরীতে একত্র করে পড়তে পারে: আবার সে পূর্ববর্তী নামাজ অর্থাৎ জোহরের সাথে আছর এবং মাগরিবের সাথে এশার নামাজ আগে—বাগে একত্র করে পড়তে পারে। তবে ফজরের নামাজ উহার পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কোন নামাজের সাথে কোন অবস্থায় একত্র করে পড়া জায়েয নয়।

৯ যদি কোন রোগী চিকিৎসার জন্য বিদেশে মুসাফির অবস্থায় থাকে তখন সে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত চার রাকা'আতের নামাজ অর্থাৎ জোহর, আছর ও এশার নামাজ দু রাকাআত করে পড়তে পারে। তার সফর দীর্ঘ মেয়াদী হোক অথবা স্বল্পমেয়াদী তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

আল্লাহই আমাদের তাওফীকদাতা

লিখক ঃ
আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী:

মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল উছাইমীন

সূচীপত্র

الفهرس

البنغالية

رسائل في الطهارة والصلاة

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الشفا
هاتف ٤٢٢٦٢٦٦ ـــ ٤٢٠٠٦٢٠ ـ ص ب ٢١٧١٧ ـ الرياض ١١٤١٨